নবপর্যায় : ২য় বর্ষ, ১ম সংখ্যা, জুন ২০২১

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বার্তা

Liberation DocFest Bangladesh

8-12 June, 2021

Total **164 films** was shown

Particulars	Number
Total Country	51
National Competition	5
International Competition	9
Cinema of the world	105
Special Package	20
One Minute Film	25
Total Film	164

Number of registrations	2147
Number of views	11289

Award

No	Name of the Award	Name of Film	Director	Country
01	Best Film National Competition	Why Not	Shekh Al Mamun	Bangladesh
02	Best Film International Competition	3 Logical Exits	Mahdi Fleifel	Denmark/ Lebanon
03	Special Mention International Competition	Home, and a Distant Archive	Dorothy Cheung	Hong Kong
04	Youth Jury Award National	Jolo Guerrilla '71	Sumon Delwar	Bangladesh
05	Youth Jury Award International	Son of The Streets	Mohammed Almughanni	Poland/ Lebanon

আনন্দের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, দর্শকদের আগ্রহের কারণে ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ওয়েব সাইটে উৎসবে পুরস্কারপ্রাপ্ত এবং প্রদর্শিত নির্বাচিত কিছু প্রামাণ্যচিত্র দেখা যাবে। সকলকে ওয়েব সাইটে প্রামাণ্যচিত্র দেখার আমন্ত্রণ জানাই।

প্রামাণ্যচিত্র দেখতে নিম্নের লিংকে ক্লিক করুন অথবা কিউআর কোড স্ক্যান করুন।

http://festival.liberationdocfestbd.org/

৯ম লিবারেশন ডকফেস্ট-২০২১ উদ্বোধনী আয়োজন

মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব নবম লিবারেশন ডকফেস্ট-এর উদ্বোধনী আয়োজনটি জুম লিংকে অনুষ্ঠিত হয় ৮ জুন সন্ধ্যায়। অতিথি হিসেবে যুক্ত ছিলেন মুক্তিযোদ্ধা, সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব হাসান ইমাম। ছিলেন জাদুঘরের সদস্য-সচিব সারা যাকের, ট্রাস্টি মফিদুল হক, উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ। সঞ্চালনার দায়িত্বে ছিলেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর চলচ্চিত্র কেন্দ্রের কো-অর্ডিনেটর এবং উৎসবের প্রোগ্রামার শরিফুল ইসলাম শাওন। সূচনা বক্তব্যে সারা যাকের সকলকে স্বাগত জানান। তিনি এই উৎসবের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে বলেন যে, আমরা ইতিহাসকে ধরে রাখতে চাই, ইতিহাসকে নতুন করে আবিষ্কার করতে চাই। সেই দিক থেকে এই আয়োজনটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে কেবল ফেস্টিভেল হয় না, এর সাথে ওয়ার্কশপ ও মেন্টরিং হয়। যার মধ্য দিয়ে তরুণ নির্মাতারা নিজেদেরকে আরো দক্ষ করে তোলেন। সাথে সাথে তারা এই মুক্তিযুদ্ধকে কীভাবে দেখছে সেটি উঠে আসে। এই উৎসবের সাথে জড়িত সকলকে তিনি সাধুবাদ জানান।

সমাপনী বক্তব্যে ট্রাস্টি মফিদুল হক সেগুনবাগিচা জাদুঘরের ছোট পরিসরে প্রথম চলচ্চিত্র উৎসবের কথা স্মরণ করেন। সেদিন ট্রাস্টি রবিউল হুসাইন (প্রয়াত) বলেছিলেন, এই উৎসব একদিন অনেক বড়ো আকারে আয়োজিত হবে। তাঁর সেই আশাবাদ আজ অনেকখানিই বাস্তব রূপ পেয়েছে। উৎসবকে ঘিরে নবীন প্রজন্মের যে সম্পৃক্তি তিনি সেটি উল্লেখ করে তাদের বিশেষ ধন্যবাদ জানান। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলেই এই বিশাল কর্মযজ্ঞ সম্ভব হচ্ছে।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্য

বাঙালি ইতিহাস সংরক্ষণ করে না, এই অপবাদের দুর্নাম ঘুচিয়েছে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

সৈয়দ হাসান ইমাম

আমরা যখন মুক্তিযুদ্ধ থেকে দেশে ফিরি দেশ স্বাধীন করে বা দেশ শত্রু মুক্ত করে, তখন আমরা অনেকেই অন্যান্য কাজে যুক্ত হয়ে পড়ি। একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ আমাদের চোখ এড়িয়ে যায়। বিধ্বস্ত দেশ গড়ায় এবং নানান কাজে ব্যস্ত থাকায় এদিকটায় চোখ দেইনি বা খেয়াল হয়নি। সেই সময়ে আমাদের অনুজপ্রতীম সারওয়ার আলী, আলী যাকের, মফিদুল, নূর, তারেক, রবিউল, আক্কু, সারা এরা উদ্যোগ নিয়ে কাজটি করেছিল বলেই আজকে এতবড় একটি জাদুঘর গড়ে উঠেছে। সেই সময় সেগুনবাগিচায় নিজেদের প্রচেষ্টায় যেটুকু গড়েছিল, পরবর্তীতে সেটা সর্বসাধারণ ও সরকারের সহযোগিতায় আজকে বিরাট একটি জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়েছে। যেখানে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শুধু সংরক্ষিত হচ্ছে তা নয়, এই ধরনের উৎসব আয়োজন করে সারা পৃথিবী থেকে যেখানে অন্যায়ের বিরুদ্ধে, অবিচারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে, শোষণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করছে বা মুক্তির সংগ্রামে অংশগ্রহণ করছে, সেই সব দেশের ছবিগুলো এখানে সংরক্ষিত হচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা একটা বিরাট কাজ। সাধারণত আমরা ইতিহাস

পরবর্তী পৃষ্ঠায় দেখুন

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০২১

রফিকুল ইসলাম

জাদুঘরের ভবিষ্যৎ : নবজাগরণ ও নবভাবনা (দি ফিউচার অব মিউজিয়াম : রিকভার এন্ড রিইমাজিন) প্রতিপাদ্য নিয়ে পালিত হয় আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস ২০২১। ১৮ মে অনলাইনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য প্রদান করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করেন ইন্টারন্যাশনাল কাউন্সিল অব মিউজিয়ামস বাংলাদেশ-এর জাতীয় কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান। আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন বিকাশ (bKash)-এর সিইও কামাল কাদির। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা ও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের। অনুষ্ঠানে বিগত বছর জুড়ে অনলাইনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মকাণ্ডের সংক্ষিপ্ত দুইটি অডিও-ভিজ্যুয়াল উপস্থাপনা প্রদর্শিত হয়।

সূচনা বক্তব্যে ট্রাস্টি মফিদুল হক বলেন, বিশ্বব্যাপী করোনা অতিমারির এই সংকটকালে সারা পৃথিবীর জাদুঘরসমূহ এই সংকটে পতিত হয়েছে। জাদুঘরের দরজা বন্ধ রয়েছে কিন্তু জাদুঘর নানাভাবে সক্রিয় থাকার চেষ্টা করছে। আর এই চেষ্টায় জাদুঘর অনেক নতুন নতুন পন্থা অবলম্বন করছে। জাদুঘরের যে ভূমিকা, জাদুঘরের সাথে সমাজের যে সম্পৃক্তি সে ক্ষেত্রেও নতুন নতুন পথ ও পদ্ধতি অনুসরণ করছে। জাদুঘর একটি প্রতিষ্ঠান, একটি কাঠামো কিন্তু এই কাঠামোটাকে Museum without

walls-এ রূপান্তর করতে হবে সকলে মিলেই। সেটার জন্য যে নতুন প্রযুক্তি তাকে কীভাবে ব্যবহার করা যায়, গত এক বছরে আমরা নানাভাবে উপলব্ধি করা, প্রয়োগ করার চেষ্টা নিয়েছি। এই চেষ্টার মধ্য দিয়ে আমরা আরও নতুন নতুন সম্ভাবনাও দেখতে পাচ্ছি। অর্থাৎ সংকট একটি সুযোগও তৈরি করে দিয়েছে। আর এই সম্ভাবনা গোটা জাদুঘরের ধারণাকে নবজাগরণ ও নবভাবনার জায়গায় নিয়ে যাচ্ছে।

তিনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের প্রয়াত তিনজন ট্রাস্টি, জাদুঘরের সুহৃদ ও করোনাকালে প্রয়াত সকলকে

৩য় পৃষ্ঠায় দেখুন

বাঙালি ইতিহাস সংরক্ষণ

পূর্ববর্তী পৃষ্ঠার পর

নিয়ে বেশি সচেতন নই বলে এমন একটা অপবাদ আছে যে, বাঙালি ইতিহাস সংরক্ষণ করে না, এই অপবাদের দুর্নাম এরা ঘুচিয়েছে। আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা আমাদের মুক্তিযুদ্ধ, যেখানে ত্রিশ লক্ষ মানুষ প্রাণ দিয়েছে, আমাদের দুই লক্ষ মহিলারা সম্মান বিসর্জন দিতে বাধ্য হয়েছেন, এতবড় যে ত্যাগ বা আমাদের এতবড় অর্জনতার ইতিহাস সংরক্ষণের দ্বায়িত্ব মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিয়েছে। জাতি হিসেবে বা ব্যক্তিগতভাবে মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে আমি তাদের কাছে কৃতজ্ঞ ।

মুক্তিযুদ্ধের সময় আমাদের বাংলাদেশ চলচ্চিত্র শিল্পী ও কলাকুশলী সমিতি ছিল, যার সভাপতি ছিল জহির রায়হান ও আমি সাধারণ সম্পাদক। সেখানে আমরা 'স্টপ জেনোসাইড' নামে একটা ছবি করেছিলাম। সেটাই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সংরক্ষণের প্রথম ছবি, যদিও সেটা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের উপর ছিল না। সারা পৃথিবীর শোষিত জনগণের মুক্তির সংগ্রামের সঙ্গে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সংযোগ স্থাপন করে করা হয়েছিল। জহির রায়হান ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন। ভারতীয় চলচ্চিত্র সমিতি থেকে টাকা সংগ্রহ করে আর্থিক সহযোগিতা করেছিলাম আমি। পরে যখন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসেন আমরা সেটি সরকারকে দান করে দেই। এই জাদুঘরেও নিশ্চয়ই সংরক্ষিত আছে সেই ছবিটি।

আজকে এতবড় যে কর্মযজ্ঞ, ১৯০০ ছবি জমা পড়েছে, সেগুলো দেখা এবং সেখান থেকে ৯টি ছবিকে প্রতিযোগিতার জন্য বাছাই করা একটা বিরাট কাজ। এই উৎসবের মাধ্যমে সারা বিশ্বের সংগ্রামী মানুষের সাথে পরস্পর যোগসূত্র স্থাপিত হচ্ছে। মুক্তিসংগ্রাম এবং মানবাধিকারের এই প্রামাণ্যচিত্র উৎসব সফল হবে বলে আশা করি।

জাদুঘর প্রতি বছর দু'টি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণে বাংলাদেশের নির্মাতাদের সহায়তা প্রদান করছে, সেটিও একটি বিরাট কাজ। আশা করি এই ধরণের কাজ আরো ব্যপ্তি লাভ করবে। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সমৃদ্ধি কামনা করে এই উৎসবের উদ্বোধন ঘোষণা করছি।

নবম মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব

৮-১২ জুন, ২০২১

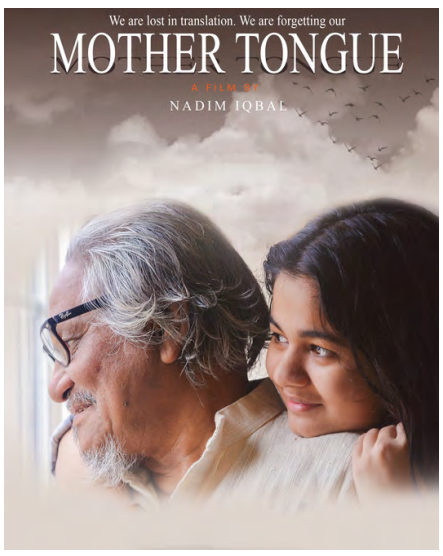

সারা বিশ্বের মুক্তি ও মানবাধিকার নিয়ে অনুষ্ঠিত হলো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব নবম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ-২০২১। করোনা মহামারির কারণে এবারের উৎসব অনলাইনে অনুষ্ঠিত হয়।

বিশ্বায়নের এই যুগে হাতের মুঠোয় এখন বিশ্ব। উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার এই পৃথিবীতে শারীরিক দূরত্ব আর ভাবায় না। তবুও মানবজাতির আত্মিক দূরত্ব ক্রমবর্ধমান। এই সহজলভ্য বিশ্বায়নের যুগেও কি আমরা জানি বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মানবসন্তানেরা কেমন আছেন? কীভাবে চলছে তাদের জীবন? সবাই কি পরাধীনতার বেড়ি খুলে মুক্ত হতে পারছে? বেঁচে থাকার স্বাদ কি সমস্ত পৃথিবীতে এক নয়? বিশ্বজুড়ে এমন সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করে চলেছেন প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতারা। তাদের দেখা গল্পের পসরা নিয়ে সাজানো হয়েছে মুক্তি ও মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র উৎসব 'নবম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ'।

এবারের উৎসবে মূল ৩টি বিভাগে ৫১টি দেশের ১১৯টি প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়। যার মধ্যে রয়েছে আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে ৯টি, জাতীয় প্রতিযোগিতা বিভাগে ৫টি এবং সিনেমা অব দ্যা ওয়ার্ল্ড বিভাগে ১০৫টি চলচ্চিত্র।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতা বিভাগে ৯টি চলচ্চিত্র যথাক্রমে- (১) থ্রি লজিক্যাল এক্সিট, ডেনমার্ক, পরিচালক: মাহদী ফ্লেইফেল, (২) আ ফেয়ারওয়েল টু বুকস, পর্তুগাল, পরিচালক: দিয়েগো কুয়েন্ড্রে দ্য কারভালহো, (৩) গেজ টু দ্য টাচ, রাশিয়ান ফেডারেশন, পরিচালক: মারিয়া প্রোনিয়া (৪) হোম, অ্যান্ড আ ডিস্ট্যান্ট আর্কাইভ, হংকং, পরিচালক: ডরোথি চিউং (৫) মেমোরি মিঙ্কা, পেরু, পরিচালক: লুই সিনোত্রা (৬) আওয়ার হোম, ইরান, পরিচালক: স্যাম সোলেইমানি (৭) সন অব স্ট্রিট, ফিলিস্তিন, পরিচালক : মোহাম্মদ আলমুঘানি (৮) স্টোলেন ফিশ, যুক্তরাজ্য, পরিচালক: গোসিয়া জুজ্যাক এবং (৯) ওল্ড ম্যান এন্ড দ্য সিঙ্গার, ইরান, পরিচালক: আমির ওসনালু।

আন্তর্জাতিক বিভাগে বিচারক হিসেবে ছিলেন ভারতীয় প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা সুপ্রিয় সেনের নেতৃত্বে নেপালের ফিল্ম সাউথ এশিয়ার পরিচালক মিতু ভার্মা এবং দক্ষিণ কোরিয়ার প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা মুন চিল-পার্ক।

আন্তর্জাতিক প্রতিযোগিতার পাশাপাশি জাতীয় প্রতিযোগিতা বিভাগে ছিলো পাঁচটি নির্বাচিত প্রামাণ্যচিত্র।

জাতীয় বিভাগে নির্বাচিত পাঁচটি ছবি হলো

(১) আ ম্যান্ডোলিন ইন এক্সাইল, পরিচালক: রফিকুল আনোয়ার রাসেল, (২) অ্যাজ দ্য গ্রেইন রাইজেস, পরিচালক: আসমা বীথি, (৩) মাদার টাং, পরিচালক: এমডি, নাদিম ইকবাল, (৪) হোয়াই নট, পরিচালক: শেখ আল মামুন এবং (৫) জলগেরিলা '৭১, পরিচালক: সুমন দেলোয়ার।

জাতীয় বিভাগে বিচারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন চলচ্চিত্র নির্মাতা শামীম আখতার, চলচ্চিত্র নির্মাতা ফাখরুল আরেফিন খান এবং লেখক, অনুবাদক ও সমালোচক আলম খোরশেদ। এছাড়াও বিগত পাঁচ দশকে নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্রের একটি 'কিউরেটেড প্রদর্শনী' ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নির্মিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শিত হয়।

এবারের উল্লেখযোগ্য প্রামাণ্যচিত্র নিয়ে কিছু কথা:

"হোম এন্ড ডিস্ট্যান্ট আর্কাইভ" হংকং-এর তরুণ নির্মাতা ডরথি চিয়াং তার প্রামাণ্যচিত্রে তুলে ধরেছেন চারজন নারীর গল্প। যারা হংকং-এর স্বাধীনতার রেকর্ড ডিজিটালাইজ করার জন্য কাজ করছেন। লন্ডনে থাকা এই নারীদের উপলব্ধি অতীতের ইতিহাসেই মিলবে ভবিষ্যত হংকং-এর খোঁজ। হংকং-এর অতীত ও রাজনৈতিক ইতিহাসের কাব্যিক উপস্থাপন।

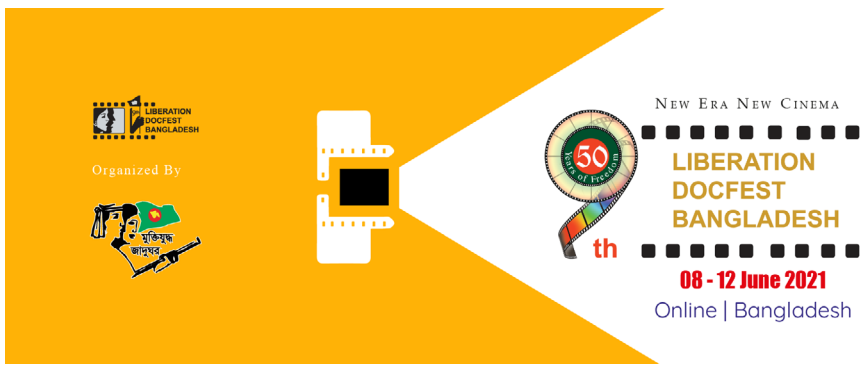

১৯৮০ সালের দিকে পেরুভিয়ান আর্মি পেরুর দক্ষিণ সেন্ট্রালের একটি অঞ্চলে গণহত্যা চালায়। গণহত্যার শিকার সাধারণ মানুষদের কোন অস্তিত্ব আর নেই, কিন্তু কাছের মানুষের এমন হারিয়ে যাওয়া এখনো মেনে নিতে পারেন না স্বজনরা। এই মানুষগুলোর স্মৃতি তুলে ধরেছেন লুইস সিন্থোরা **"মেমোরি মিঙ্কা"** নামক

প্রামাণ্যচিত্রে। লুইস সিন্থোরা মানবাধিকার নিয়ে কাজ করছেন অনেক আগে থেকেই। পেরু, সোমালিয়া, স্পেইন ও চিলির মতো বেশ কয়েকটি দেশের মানুষের অধিকারের জন্য লড়ে যাচ্ছেন তিনি, আর তার লড়াই তুলে ধরছেন বিশ্ববাসীর সামনে প্রামাণ্যচিত্রের মাধ্যমে।

আফ্রিকার ছোট্ট একটি দেশ গাম্বিয়া। সমুদ্র তীরবর্তী দেশটির মানুষের জীবিকাও সমুদ্র নির্ভর। নারী পুরুষ নির্বিশেষে কাজ করে সমুদ্রে, মাছ এবং সামুদ্রিক খাদ্যই তাদের জীবিকার উৎস। কিন্তু বেশ কয়েক বছর যাবত কিছু চাইনিজ কোম্পানি সমুদ্রে মাছ ধরছে এবং তা ইউরোপ ও চীনে রপ্তানি করছে। যা গাম্বিয়াবাসীর জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। চীনা কোম্পানিরা আধুনিক উপায়ে একসাথে যে পরিমাণে মাছ আহরণ করে গাম্বিয়া বাসীরা তা পারে না। ফলে মাছের দাম রাতারাতি বৃদ্ধি পাচ্ছে, আর গাম্বিয়াবাসীকে আমিষের ঘাটতিও পোহাতে হচ্ছে। প্রভাব পড়ছে পরিবেশের ভারসাম্যেও, নেয়া হচ্ছে না কোন সরকারি উদ্যোগ। গাম্বিয়ার সমুদ্র পাড়ের জনজীবন এবং বর্তমান অবস্থা উঠে এসেছে গোসিয়া জুজ্যাক পরিচালিত **"স্টোলেন ফিশ"** প্রামাণ্যচিত্রে ।

ভিন্ন ভিন্ন রঙে সাজানো একটা পৃথিবী, চমৎকার ভিজ্যুয়াল, যা শুধু আমাদের চোখ ভরায় না, আত্মিক সন্তুষ্টিও দেয়। এত রঙ থেকে বঞ্চিত হয়ে কি কারো এই পৃথিবীতে সন্তুষ্টি বোধ হয়? এমন প্রশ্নের উত্তরের খোঁজ মিলল রাশিয়ার কুলুগার রুসিনোভায় আর নির্মাতা মারিয়া প্রোনিনার প্রামাণ্যচিত্র **"গেজ টু দ্যা টাচ"**-এ।

বিশ্বের পবিত্রতম ভূমি এবং সবচেয়ে নিপীড়িত দেশ ফিলিস্তিন। প্রজন্মের পর প্রজন্ম স্বাধীনতার জন্য লড়ে যাচ্ছে ফিলিস্তিনিরা, বেঁচে থাকার মত অধিকারটুকুও যেন তাদের নেই। তরুণ ফিলিস্তিনি এবং তাদের শরণার্থী শিবিরে টিকে থাকার গল্প **"থ্রি লজিক্যাল এক্সিট"**। মেহেদী ফ্লিফেল নির্মিত "থ্রি লজিক্যাল এক্সিট" শরণার্থী শিবিরগুলোর একটি জীবন্ত দলিল।

লিসবনের রাস্তার ধারে একটি বইয়ের দোকান, যার মেঝে থেকে সিলিং পর্যন্ত বই, কিন্তু সেই দোকানীর সংগ্রাম কোন বইয়ের পাতায় নেই। ৭৬ বছর বয়স্ক বই বিক্রেতার গল্প উঠে এসেছে স্যাম সোলেইমানির **"আ ফেয়ার ওয়েল টু বুকস"** প্রামাণ্যচিত্রে।

এই পৃথিবীতে প্রতিটি মানুষের বেঁচে থাকার সমান অধিকার রয়েছে। স্বাধীন জীবন এবং মৌলিক অধিকার সবার প্রাপ্য। মানুষ হিসেবে প্রতিটা মানুষের অধিকার আদায়ের

দ্বায়িত্ব আমাদের সবার। সীমান্ত রেখা ভেদ করে আত্মিক সম্পর্ক গড়ে তোলার মাধ্যমেই মিলে সমস্ত বিশ্ববাসীর মুক্তি। হংকং থেকে লিসবন কিংবা বাংলাদেশ, সমস্ত বিশ্বে মানুষের মুক্তি ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার এক অনন্য উদ্যোগ এই প্রামাণ্যচিত্র উৎসব।

জুবাইরিয়া আফরোজ বিনতি

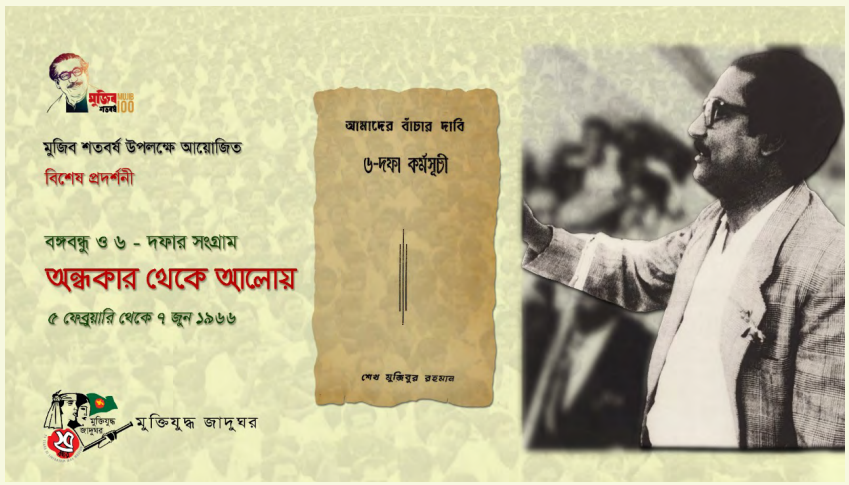

Haroon Habib is with Amena Tapsam.
30 m
জাতীয় ইতিহাসের পূর্বাপর ঘটনাবলি ও বাংলাদেশের স্বাধীনতার গুরুত্বপূর্ণ স্মারক সংরক্ষণের কাজে 'মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর' অসামান্য অবদান রেখে চলেছে। অতি সম্প্রতি 'ঐতিহাসিক ছয়-দফা দিবস' উপলক্ষ্যে আয়োজন করেছে গুরুত্বপূর্ণ এক অনলাইন প্রদর্শণী। তরুণ গবেষক ও নিবেদিতপ্রাণ তথ্যানুসন্ধানীদের অংশগ্রহনে অবিস্মরণীয় ছয়-দফা আন্দোলনের ওপর তৈরী করেছে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভিডিও, 'অন্ধকার থেকে আলোয়', যা ৭ জুন রাত ৮টায় প্রচারিত হবে। ভিডিওটি আমার দেখার সুযোগ হয়েছে বলেই মনে করি বাঙালির জাতীয় ইতিহাসের গৌরবী অধ্যায়ের চুম্বক অংশগুলো, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর অসামান্য নেতৃত্বের যে দলিলগুলো এতে ওঠে এসেছে, তা ইতিহাসের অবিচ্ছেদ, অমূল্য সম্পদ। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে অশেষ ধন্যবাদ।

তথ্যচিত্র
দৈনিক ইত্তেফাক
বঙ্গবন্ধু ও ৬ দফার সংগ্রাম অন্ধকার থেকে আলোয়
প্রকাশ : ০৮ জুন ২০২১, ০০:০০ | প্রিন্ট সংস্করণ

বঙ্গবন্ধু ও ৬-দফার সংগ্রাম

অন্ধকার থেকে আলোয়

৫ ফেব্রুয়ারি থেকে ৭ জুন ১৯৬৬

অনলাইন প্রদর্শনীর নব-সংস্করণ

গতবছর ২০২০-এর মার্চ মাস থেকে কোভিড-১৯ অতিমারির প্রকোপ রোধে বছরের বেশির ভাগ সময় জরুরি সেবা ব্যতিত প্রায় সকল ধরনের প্রতিষ্ঠান বন্ধ ঘোষণা করা হয়। সেই সাথে স্থগিত হয় মুজিব জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে পরিকল্পিত জনসমাগম কার্যক্রম। এমন পরিস্থিতিতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ৬-দফা দিবস উপলক্ষে ৭ জুন ২০২০ একটি অনলাইন প্রদর্শনীর আয়োজন করে। অত্যন্ত অল্প সময়ে দ্রুততার সাথে তৈরি হয়েছিল প্রদর্শনী। মুজিব শতবর্ষ, স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের রজতজয়ন্তী এবং ৬-দফা দিবস উপলক্ষে এ বছর নতুন তথ্য-উপাত্ত যোগ করে নবরূপে উপস্থাপিত হয়েছে সেই প্রদর্শনী।

নব-উপস্থাপনায় এবছর পুনরায় ৭ জুন ২০২১, সোমবার রাত ৮টায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ফেসবুক পাতা এবং অন্যান্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে প্রদর্শনীটি উপস্থাপন করা হয়। এই প্রদর্শনী ৬ দফার একটি সামগ্রিক গবেষণার সারবস্তু হিসেবে তরুণ গবেষক ও নতুন প্রজন্মের জন্য মূল্যবান দলিল হসেবে রয়ে যাবে।

উলেখ্য ১৫ মিনিট ১৩ সেকেন্ডের প্রদর্শনিটি এক দিনের মধ্যে এক হাজারেরও বেশী দর্শক দেখেছেন। বহু গণ্যমান্য ব্যাক্তি ও সাধারণ দর্শক এই প্রদর্শনীর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার উল্লেখ করে তাদের মূল্যবান মতামত প্রদান করেছেন। প্রদর্শনীর উপর জাতীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকায় এবং তাদের নিজস্ব ফেসবুক পাতায় প্রদর্শনীর উপর রিভিউ লিখেছেন।

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অফিসিয়াল ফেসবুক পাতা এবং প্রদর্শনীর লিংক:
ফেসবুক পাতা: https://www.facebook.com/liberationwarmuseum.official
প্রদর্শনী: https://fb.watch/62Pm6UaPGp/

সকলে প্রদর্শনীটি দেখবেন এবং ফেসবুক বা অন্য সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে শেয়ার করে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবেন ইতিহাসের পরিচয় নিতে এই প্রত্যাশা।

আমেনা খাতুন
ব্যবস্থাপক, কিউরেশন এন্ড কনজারভেশন

সুইস রাষ্ট্রদূতের মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন

৩১ মে, ২০২১ বাংলাদেশে নবনিযুক্ত সুইস রাষ্ট্রদূত Nathali Chuard ও তার সফরসঙ্গী হেড অব পলিটিক্যাল, ইকনোমিক এন্ড কালচারাল এফেয়ার্স Thomas Baumgartner এবং কমিউনিকেশন এন্ড সিকিউরিটি অফিসার সাফিনা আলম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিদর্শন করেন। সকাল ১০টায় মাননীয় সুইস রাষ্ট্রদূত ও তাঁর সফর সঙ্গীদের স্বাগত জানান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের অন্যতম ট্রাস্টি মফিদুল হক। শুরুতেই আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দ শিখা চিরঅম্লানে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে মুক্তিযুদ্ধে সকল শহিদদের উদ্দেশে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করেন।

মাননীয় রাষ্ট্রদূতকে ট্রাস্টি মফিদুল হক জাদুঘরের কর্মসূচি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দেন। এরপর আমন্ত্রিত অতিথিবৃন্দের উদ্দেশে মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস: ১৯৪৭-১৯৭১ প্রদর্শিত হয়। ব্যবস্থাপক, কিউরেশন এন্ড কনজারভেশন আমেনা খাতুনের তত্ত্বাবধানে অতিথি গণ প্রায় দেড়ঘন্টা ধরে গ্যালারি পরিদর্শন করেন। গ্যালারিতে প্রদর্শিত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের তথ্য-উপাত্ত, প্রদর্শনীর মান ও কৌশল দেখে অভিভূত হন এবং কাজের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন।

জাদুঘর পরিদর্শন শেষে সুইস রাষ্ট্রদূত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি এবং জাদুঘর কর্মীদের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। ভবিষ্যতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর এবং সুইস এম্বাসি সম্মিলিতভাবে কি কি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করতে পারে সে সকল বিষয় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। আন্তর্জাতিক অপরাধ রোধে সামাজিক সুসঙ্গতি, আন্তর্জাতিক মানবিক আইনের সুরক্ষা, বাংলাদেশ সুইজারল্যান্ড সুসম্পর্ক ধরে রাখতে প্রাতিষ্ঠানিক ভূমিকা নিয়ে আলাপচারিতা হয়। ট্রাস্টি মফিদুল হকের নেতৃত্বে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কর্মীদের পক্ষ থেকে এই আলোচনায় অংশ নেন ব্যবস্থাপক, কিউরেশন এন্ড কনজারভেশন আমেনা খাতুন এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সেন্টার ফর দি স্টাডি অফ জেনোসাইড এন্ড জাস্টিস (সিএসজিজে)-এর সমন্বয়ক নওরিন রহিম। এ সময়ে নওরিন রহিম মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সিএসজিজের কর্মসূচি সংক্রান্ত একটি পাওয়ারপয়েন্ট উপস্থাপনায় বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া ছাত্রছাত্রীবৃন্দ এই সেন্টারের মূল চালিকা শক্তি ব্যাখ্যা করে, গণহত্যা প্রতিরোধে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মকে সচেতন করে তুলতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কি কি উপায়ে কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে তা তুলে ধরেন।

আলোচনা পর্ব শেষে সুইস রাষ্ট্রদূত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, জাদুঘর পরিদর্শনের শুরুতে প্রদর্শিত প্রামাণ্যচিত্র আমাদের সামনে একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের নির্মমতা ও ভয়াবহতার চিত্র যেমন করে তুলে এনেছে, ঠিক তেমন করেই নতুন প্রজন্মের গণহত্যা রোধে সম্পৃক্ততা এবং সচেতনতা আমাদের মাঝে আশা জাগায় একটি শান্তিপূর্ণ পৃথিবী গড়ার।

নওরীন রহিম, *কো-অর্ডিনেটর, সিএসজিজে*
সুফিয়া নাজনীন নিতা, *সহকারী আর্কাইভ কর্মকর্তা*

আন্তর্জাতিক জাদুঘর দিবস

প্রথম পৃষ্ঠার পর

গভীর শ্রদ্ধায় স্মরণ করেন। শুভেচ্ছা বক্তব্যে অধ্যাপক ড. সুফি মোস্তাফিজুর রহমান বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পেশাদারিত্বের পরিচয় দিয়েছে। বাংলাদেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিকভাবে এই পেশাদারিত্ব প্রমাণিত হয়েছে। শুধু ডিসপ্লে নয়, গণহত্যা ও অন্যান্য বিষয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর যে গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করছে তার বিষয়বস্তুগুলো দেশের বাইরেও প্রচার করে আন্তর্জাতিক সমর্থন আদায়ের চেষ্টা করছে। শুধু স্মারক প্রদর্শিত হবে, দর্শক এসে দেখে যাবে, তাতে জাদুঘর সম্পূর্ণ হয় না। এটা কোন নবজাগরণ বা নবভাবনা নয়, এটাকে যুগোপযোগী করে তোলার লক্ষ্যে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কাজ করছে। অনুষ্ঠানের আলোচক কামাল কাদির বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একটি উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো। এর আঙ্গিনা কিংবা গ্যালারিসমূহ দিয়ে কেবল হেঁটে গেলে বা কোন এক জায়গায় বসে কিছুক্ষণ সময় কাটালে অনেক কিছুই শেখা যায়। তিনি বিদেশী অনেক জাদুঘর দেখার অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে বলেন, সে সকল জাদুঘর দেখে যে অনুভূতি হয় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দেখার অনুভূতি তার থেকে ভিন্ন রকম। এই জাদুঘর দেখলে মনে হয় এখানের সব স্মারক আমার অত্যন্ত চেনা, যেন আমার কোন অতি আপনজনের স্মৃতি। অতিমারির এই কালে অথবা পরবর্তী স্বাভাবিক সময়েও জাদুঘরকে ভার্চুয়ালি উপস্থাপনের জন্য তিনি অ্যাপস্ তৈরি করার পরামর্শ প্রদান করেন। আরও কীভাবে জাদুঘরকে ডিজিটালি উপস্থাপন করা যায় সে বিষয়ে তিনি বিশেষজ্ঞদের নিয়ে একটি কর্মশালা আয়োজনের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে আর্থিক সহায়তা প্রদানের জন্য তিনি সকলকে আহ্বান জানান। ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নিদর্শনসমূহ প্রদর্শনের পাশাপাশি নানা রকম কর্মকাণ্ড সম্পাদন করে থাকে। করোনাকালীন নতুন পরিস্থিতি মোকাবিলায় অন্যান্যদের মতো মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরও নতুন পথে সক্রিয় থাকা ও মানুষের কাছে পৌঁছাবার চেষ্টা করে অনলাইন তথা ডিজিটাল মাধ্যমে। যেহেতু মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বছর জুড়ে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করে থাকে তাই ডিজিটাল মাধ্যম জাদুঘরের আয়োজনসমূহকে সহজতর করেছে। ভবিষ্যতে নতুন নতুন ভাবনা ও পরিকল্পনা নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আরও ব্যাপক মানুষের কাছে পৌছাতে চায়। তিনি জাদুঘরের প্রয়াত ট্রাস্টি রবিউল হুসাইন, জিয়াউদ্দিন তারিক আলী ও আলী যাকের-সহ অন্যান্য সুহৃদদের শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করেন এবং এই আয়োজনের সাথে সম্পৃক্ত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

বিশ্ব জাদুঘর দিবস উপলক্ষে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নির্মিত প্রদর্শিত প্রামাণ্যচিত্র দেখতে নিচের লিংকে ক্লিক করুন-
https://youtu.be/7GKasWYoEL4 এবং https://youtu.be/JGwIOhkK5dw

জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার ফর দা প্রিভেনশন অব জেনোসাইড আয়োজিত দক্ষিণ এশীয় বিশেষজ্ঞ সভায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের যোগদান

জাতিসংঘের জেনোসাইড প্রিভেনশন দপ্তরের পক্ষ থেকে বিগত ১৮ মে, ২০২১ আয়োজিত হয় "দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় শিক্ষার মাধ্যমে নিষ্ঠুর অপরাধ মোকাবিলা" সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞদের সভা। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নিয়ে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর পরিচালিত কার্যক্রমের স্বীকৃতি হিসেবে ট্রাস্টি মফিদুল হককে বিশেষজ্ঞ হিসেবে মতামত প্রদানের জন্য আহ্বান জানানো হয়। জাতিসংঘের পক্ষ থেকে করণীয় নির্ধারণে ধারণা-লাভ এবং পরবর্তী পদক্ষেপের রূপরেখা প্রণয়নের উদ্দেশ্যেই এই বিশেষজ্ঞ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় এই অঞ্চলের অন্যান্য দেশের নাগরিক উদ্যোগের প্রতিনিধিরা যোগ দেন। বাংলাদেশ ছাড়াও অংশগ্রহণকারী দেশের মধ্যে ছিল জাপান, ফিলিপাইন, কাম্বোডিয়া, প্যালেস্টাইন, থাইল্যান্ড, ভারত এবং আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিনিধিরা।

সভায় নতুন প্রজন্মকে শান্তি ও সম্প্রীতির ধারায় বিকশিত করতে সামাজিক উদ্যোগের ওপর জোর দেয়া হয়। অনলাইন প্ল্যাটফর্ম ও আরো বিভিন্নভাবে অপরের প্রতি ঘৃণা ও সহিংসতা উস্কে দেয়ার প্রবণতা বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। সভায় উদ্বোধনী বক্তব্য প্রদান করেন জাতিসংঘের স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার এলিস ওয়ারিমু নদেরিতু।

১৮ মে সভার পর ট্রাস্টি মফিদুল হকের সঙ্গে জেনোসাইড প্রিভেনশন দপ্তরের কর্মকর্তাদের পৃথক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আশা করা যায়, দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে সহিংস অপরাধ মোকাবিলায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কার্যকর ভূমিকা পালনে সক্ষম হবে।

United Nations Nations Unies

HEADQUARTERS • SIEGE NEW YORK, NY 10017

TEL.: 1 (212) 963.1234 • FAX: 1 (212) 963.4879

29 April 2021

Dear Mr. Hoque,

The United Nations Office on Genocide Prevention and Responsibility to Protect (OSAPG) works to raise early warning and awareness on the causes and dynamics of atrocity crimes and to build capacity of stakeholders worldwide on how to prevent them. History of atrocity crimes teaches us that the most effective prevention is early action. By understanding and addressing the risk factors of atrocity crimes, we build societies that are inclusive, peaceful and resilient to the risk of these crimes. Education plays an important role in this regard, as it can help instil values of tolerance, inclusion, respect for human rights and promotion of non-dis[illegible]ation. Raising awarene[illegible] of atrocity crimes and the risk [illegible] asso[illegible] them is also an [illegible]

I would like to invite you to join us on 18 May 2021 **to provide a three (3) minute presentation about your experiences related to the topic**, which will be accompanied by unstructured reflections and conversations on the topics raised, facilitated by the moderator of the session.

Yours sincerely,

Alice Wairimu Nderitu
Under-Secretary-General
Special Adviser of the Secretary-General on the Prevention of Genocide

Mr. Mofidul Hoque
Co-founder and Trustee
Liberation War Museum
Dhaka

OFFICE ON GENOCIDE PREVENTION AND THE RESPONSIBILITY TO PROTECT
SECRETARIAT, 31st FLOOR, NEW YORK, NY 10017
TEL.: 917 367-2078 FAX: 917 367-3777

নবম লিবারেশন ডকফেস্ট বাংলাদেশ একাত্তর টেলিভিশনের আয়োজন

প্রশ্নগুলো সহজ: পর্ব-৫

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত নবম লিবারেশন ডকফেস্ট নিয়ে শবনম ফেরদৌসির সঞ্চালনায় বিশেষ কথামালায় অংশ নেন মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ও সদস্য-সচিব সারা যাকের, উৎসব পরিচালক তারেক আহমেদ ও তরুণ প্রামাণ্যচিত্র নির্মাতা সুমন দেলোয়ার। জাদুঘর কেন চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন করে এই সহজ প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয় অনুষ্ঠানটিতে। সারা যাকের প্রথমেই বলেন, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর একটি Living Museum, যার দায়িত্ব শুধু স্মারক সংগ্রহ এবং প্রদর্শনেই সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তরুণ প্রজন্মকে জাদুঘরের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তাদের মুক্তিযুদ্ধকে অনুভব করানোর কাজটিও এই জাদুঘর করে আসছে। লিখিত ইতিহাস ও আলোকচিত্র ব্যতিত চলচ্চিত্রের মাধ্যমেও মুক্তিযুদ্ধকে তুলে ধরা যায়, এই ভাবনা থেকেই এই উৎসব। উৎসব পরিচালক বলেন, এই উৎসবটি সাজানো হয়েছে স্বাধীনতার ৫০ ও মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ২৫ বছরকে ঘিরে কিন্তু মূল থিম রয়ে গেছে 'মুক্তি ও মানবাধিকার' কারণ মানুষের সংগ্রাম তো থেমে থাকে না। তবে আমাদের দেশে প্রামাণ্যচিত্র বিশেষ করে মানবাধিকার বিষয়ক প্রামাণ্যচিত্র তৈরি হচ্ছে না বললেই চলে। মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক চলচ্চিত্র নির্মাণ হলেও সেখানে থাকছে না নতুন ভাবনা বা নতুন আঙ্গিকে দেখার প্রচেষ্টা। আশার কথা হচ্ছে গত বছর আমরা আড়াই হাজার ছবি পাই। তার মধ্য থেকে দেড়শ ছবি দেখানো হয়। এ বছর করোনা অতিমারির কারণে ছবি নির্মাণ হয়েছে কম তারপরেও আঠারোশ-এর বেশি ছবি জমা পড়েছে। 'জলগেরিলা' প্রামাণ্যচিত্র প্রদর্শনের মধ্য দিয়ে উৎসবের শুরু হয়। গত বছর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর আয়োজিত Exposition of Young Film Talents-এ Best Documentary Project বিভাগে পুরস্কারপ্রাপ্ত নির্মাতা সুমন দেলোয়ার বলেন, ২০১৭ সাল থেকে এই প্রামাণ্যচিত্রটি নিয়ে তিনি কাজ করেছেন এবং এখানে তিনি প্রামাণ্যচিত্রের ভাষা নিয়ে নতুন করে নিরীক্ষা করার চেষ্টা করেছেন। মুক্তিযুদ্ধের ন্যারেটিভকে স্থানিক থেকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার একটি প্রচেষ্টা এখানে আছে।

অনুষ্ঠানটি দেখবার জন্য নিচের লিংকে ক্লিক করুন

https://www.youtube.com/watch?v=9c_qxMF42lI

স্মৃতির পাতায়: পুরানো চিঠি : ১৯৯৫

সোমবার ২৯/৯ এ আপনার (আসাদুজ্জামান নূর) ফোন পাবার পর, চলে গেলাম আনন্দবাজার অফিসে ১৬ কিলোমিটার দূরে এবং পেলাম আপনাদের সব মুক্তিযুদ্ধের ছবি। ছবিগুলো দেখে মনে জোস এলো, ১৯৭১ সালের প্রায় পুরো এক বছর বম্বেতে আমাদের ধামাল করা– 'বাংলাদেশ এইড, কমিটি মহারাষ্ট্র' গঠিত করে এপ্রিল ১৯৭১ থেকে কত রকম অনুষ্ঠান কতরকম প্রোপাগাণ্ডা প্রচার করেছিলাম, দেশ-বিদেশে, বিশেষ করে স্থানীয় ও ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে– যারা বেশ কিছুটা পাকিস্তানের পক্ষে ও বাংলাদেশ আইডিয়ার বিপক্ষে ছিল। বেসরকারি ক্ষেত্রে আমাদের কমিটি যে কাজ করেছিল, তা মহারাষ্ট্র সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার দ্বারা প্রশংসিত হয়েছিল– বিশেষ করে আমাদের কাজ প্রায় ১ কোটি বাংলাদেশী উদ্বাস্তু যারা ভারতীয় সীমান্ত পার হয়ে এসেছিল, তাদের সাহায্যে। এই কমিটির Founder Hony Secy রূপে আমাকে মহারাষ্ট্র সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকার ১৯৭২ সালে 'পদ্মশ্রী'-তে সম্মানিত করে। আমার জীবনের শেষ প্রান্তে এসে আমি এই কাজের জন্য খুবই গর্ববোধ করি। এই নৃশংস হত্যাকাণ্ডের ছবিগুলো আমাকে অত্যন্ত বিমর্ষ ও Depressed করল যে মানুষ আমরা কত নিচে নামতে পারি। আমার কাছে সেই সময়কার নানান দলিলপত্র, বহু বই বহু ফটো আছে, যা আমি আনন্দের সঙ্গে আপনাদের 'মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রহশালা'-তে দিতে চাই। আপনাদের সংগ্রহশালা সম্বন্ধে আমার অনেক বক্তব্য আছে– কিভাবে প্রচার করা ও টাকা তোলার পরিকল্পনা ইত্যাদি সম্পর্কে। কখনও দেখা হলে আলাপ-আলোচনা করব। বম্বেতে মুজিবকে আমি দুবার সাক্ষাৎ করেছি একান্তে। আমাদের কমিটির শেষ Balance চার-পাঁচ লক্ষ টাকার চেক তাঁর হাতে দিতে পেরে নিজেদের ধন্য মনে করেছি। ফটো আছে আমার তাঁর সঙ্গে। আমাকে আহ্বান ও আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন– বাংলাদেশ আসতে। কিন্তু তা আর হয় নি। আমিই বোধ হয় একমাত্র বাঙালি Originally from ত্রিপুরা জেলা: এখনকার কুমিল্লা, যে এখনও বাংলাদেশে যাই নি বা যেতেও চাই না– নানা কারণে। আমার চোখে এখনও সেই করুণ দৃশ্য– পশ্চিম বাংলার সীমান্ত যশোর রোডে, বাংলাদেশী উদ্বাস্তুদের করুণ অবস্থা ১৯৭১ সালে, মানুষ ওভাবে যে বাঁচতে পারে, সেটাই আমার কাছে এখনও এক অষ্টম আশ্চর্য। বহুকাল আগে আমার এক পরিকল্পনা ছিল বম্বেতে– "Indo-Bangladesh Chamber of Commerce গঠন করা। বম্বে হল Business-Commerce-এর Capital; কিন্তু এই Sub-continent-এর পরিস্থিতি সর্বত্র এত জঘন্য হলো যে এগোতে পারলাম না। তারপর এদেশে বাংলাদেশের যে ভাল Image, যে শুভেচ্ছা সকলের ছিল, কেমন যেন মিইয়ে গেল। এসব ভাবলে নিদারুণ হতাশা জাগে মনে। কোথায় যাচ্ছি আমরা? আমার ডান হাতের কব্জি ও আঙুলের গাঁটে গাঁটে প্রচণ্ড ব্যথা। লেখা হয়ে যাচ্ছে কাগের ঠ্যাং বগার ঠ্যাং। পড়তে পারবেন কি না জানি না। মাফ করবেন। অনেক কিছু স্মৃতি ১৯৭১ সালের এক বছরের চোখের সামনে, মনে ভেসে আসছে।

যাই হোক, এটুকু জানিয়ে শেষ করি যে আপনাদের 'মুক্তিযুদ্ধ সংগ্রহশালা'র জন্য আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। আমার ক্ষুদ্র ক্ষমতায়, যদি কিছু করতে পারি আনন্দিত হবো।

বাংলাতে 'জাদুঘর' কথাটা এক্ষেত্রে ঠিক মানায় না। আমার মতে অন্য কিছু কথা ব্যবহার করুন। আমার সংগ্রহে যেসব দলিল আছে, সব আপনাদের দিয়ে দেবো।

আমি শান্তিনিকেতনের লোক, জন্ম ও শিক্ষা সেখানে। বাবা স্বর্গত কালীমোহন ঘোষ, রবীন্দ্রনাথের কর্মী ছিলেন– মেজদা সাগরময় ঘোষ (দেশ পত্রিকা), আমি বম্বেতে আজ প্রায় ৫৬ বছর প্রবাসী। 'বোম্বাই-বোম্বাই' নামে আমার লেখা একটা বই (১৯৯৪ সালে দে'জ প্রকাশনা কলকাতা), পাঠকদের নিকট সমাদৃত হয়েছে। পড়েছেন কি? আপনারা বাংলাদেশে আমার আন্তরিক প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানবেন আর বেলাল চৌধুরী সাহেবকে বলবেন 'দেশ'-এ তাঁর 'খাট' নামে কবিতা পড়ে চমৎকৃত হলাম। বেলালের বাংলা আমার দারুণ পছন্দ।

সলিল ঘোষ, বম্বে, ভারত

ট্রানজিশনাল জাস্টিস এশিয়ান নেটওয়ার্ক (টিজেএএন)-এর চার দিনব্যাপী কর্মশালা অনুষ্ঠিত

গত দুই দশকের বেশি সময় ধরে নানা রাজনৈতিক পরিস্থিতির মধ্যদিয়ে বিভিন্ন এশীয় দেশগুলো সামরিক শাসন এবং কর্তৃত্ববাদের যুগে প্রবেশ করছে। উক্ত পরিবর্তনের কারণে দেশগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়েও নানা পরিবর্তন লক্ষিত হয়। যদিও প্রাতিষ্ঠানিক পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়াটিতে সব থেকে বেশি প্রভাবিত হতে দেখা যায় পুলিশ, সেনাবাহিনী এবং বিচার বিভাগীয় কর্মকাণ্ড। বর্তমানে এশীয় দেশগুলোর বেশিরভাগই নানারকম সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। উদাহরণ স্বরূপ মিয়ানমার ও থাইল্যান্ডের সামরিক শাসনের কথা বলা যায়। যেখানে মানবতাবিরোধী অপরাধ, গণহত্যা ও গণ-লঙ্ঘনসহ নানা অপরাধের অস্তিত্ব মেলে। ফলশ্রুতিতে, সে সব দেশগুলোতে নাগরিকদের আইনী সুরক্ষা প্রদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এমতাবস্থায় জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় ট্রানজিশনাল জাস্টিসের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এরই ধারাবাহিকতায়, বিগত ৭-১০ জুন ২০২১ ট্রানজিশনাল জাস্টিস এশিয়ান নেটওয়ার্ক (টিজেএএন) চার দিনব্যাপী অনলাইন ভিত্তিক আঞ্চলিক কর্মশালা আয়োজন করে। উক্ত কর্মশালার বিষয়বস্তু ছিল- Preventing Mass Violation, Promoting Institutional Reform, and Guaranteeing Non-Recurrence যেখানে

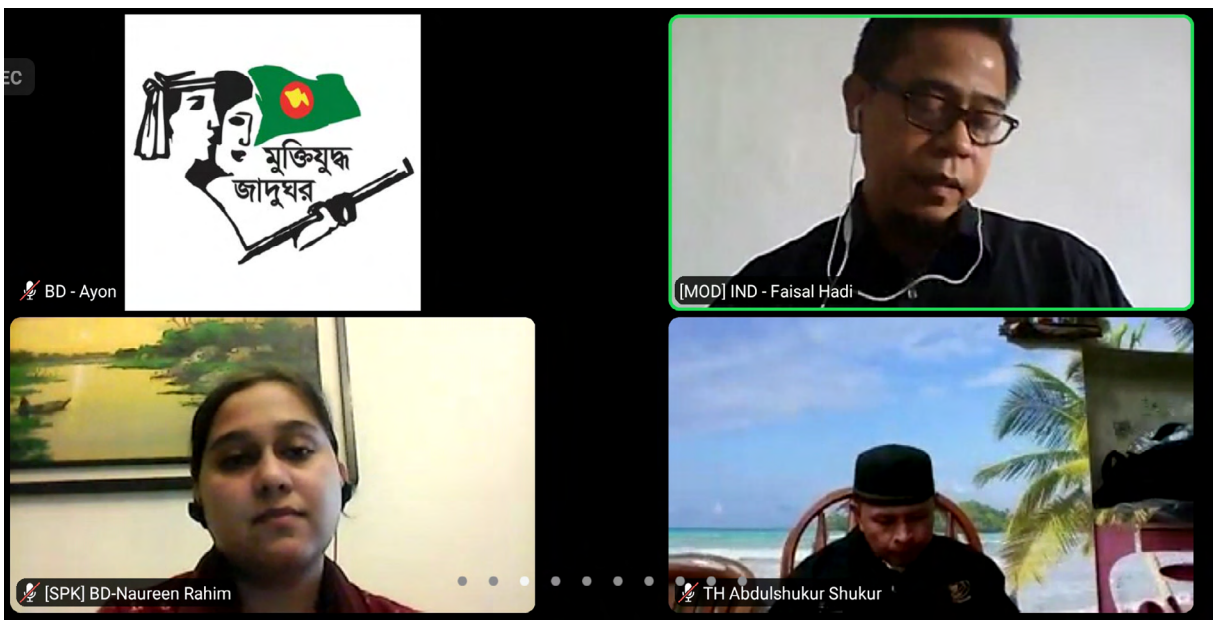

বিভিন্ন এশীয় দেশগুলোর প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার, বৈশ্বিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি এবং পরিবর্তনীয় বিচার ব্যাবস্থার বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। সর্বমোট নয়টি দেশের (ইন্দোনেশিয়া, মিয়ানমার, শ্রীলঙ্কা, ফিলিপাইন, থাইল্যান্ড, নেপাল, বাংলাদেশ, তিমুর লেসতে, দক্ষিণ কোরিয়া) বিশেষজ্ঞ প্রতিনিধিবৃন্দ এই কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন। উল্লেখ্য, ট্রানজিশনাল জাস্টিস এশিয়া নেটওয়ার্ক (টিজেএএন) ইতিমধ্যে এশিয়ার দশটি দেশে এর কার্যক্রম পরিচালনা করে চলছে এবং মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর টিজেএএনের সদস্য সংস্থা ।

হাসান মাহমুদ অয়ন

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে জোয়ান বায়েজ ও সং অব বাংলাদেশ

মার্কিন গায়ক জোয়ান বায়েজ একাধারে লোকশিল্পী, গীতিকার, সুরকার ও সমাজকর্মী। সঙ্গীতকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন অস্ত্রের বিপরীতে প্রতিবাদের হাতিয়ার হিসেবে। গানকে তিনি ব্যবহার করেছেন প্রতিবাদের ভাষা, মানবাধিকার রক্ষা ও শান্তির বার্তা প্রেরণের মাধ্যম হিসেবে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের জন্য তিনি লেখেন 'স্টোরি অব দ্যা বাংলাদেশ' শীর্ষক গান, যার মধ্য দিয়ে বিশ্ববাসীর সামনে তিনি তুলে ধরেছিলেন ২৫ মার্চ কালরাতের কথা, পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর নির্মমতার কথা, গণহত্যার চিত্র। ১ আগস্ট ১৯৭১ অনুষ্ঠিত 'কনসার্ট ফর বাংলাদেশ'-এ গানটি গাইবার কথা থাকলেও জোয়ান সেই কনসার্টে অংশ নিতে পারেননি। কনসার্টে না গাইলেও পরবর্তীতে বিভিন্ন আয়োজনে তিনি গানটি পরিবেশন করেন। ১৯৭২ সালে 'কাম ফ্রম দ্যা শ্যাডোস' অ্যালবামে 'দ্যা সং অব বাংলাদেশ' নামে গানটি সংযুক্ত করেন। আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে বাংলাদেশের যুদ্ধের ভয়াবহতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে এই গানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তীতে বাংলাদেশের তরুণ প্রজন্মের শিল্পীদের 'সং অব বাংলাদেশ' গাইবার অনুমতি চাওয়া হলে তিনি সানন্দে তা প্রদান করে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরকে চিঠি প্রেরণ করেন। এই মানবপ্রেমী শিল্পীকে বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ।

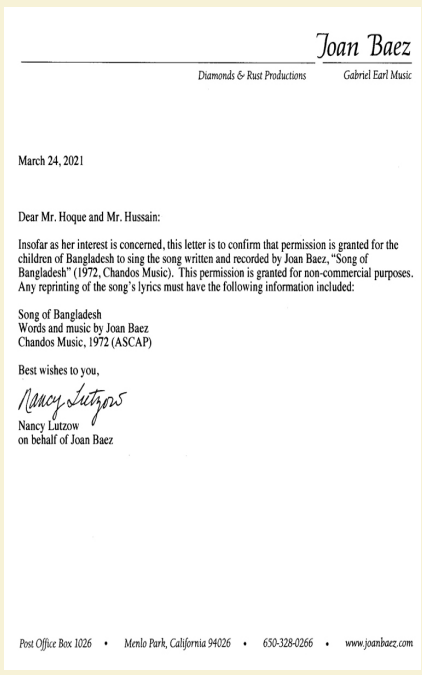

Joan Baez

Diamonds & Rust Productions — Gabriel Earl Music

March 24, 2021

Dear Mr. Hoque and Mr. Hussain:

Insofar as her interest is concerned, this letter is to confirm that permission is granted for the children of Bangladesh to sing the song written and recorded by Joan Baez, "Song of Bangladesh" (1972, Chandos Music). This permission is granted for non-commercial purposes. Any reprinting of the song's lyrics must have the following information included:

Song of Bangladesh
Words and music by Joan Baez
Chandos Music, 1972 (ASCAP)

Best wishes to you,

Nancy Lutzow
on behalf of Joan Baez

Post Office Box 1026 • Menlo Park, California 94026 • 650-328-0266 • www.joanbaez.com

ভুলি নাই শহীদের কোন স্মৃতি/ ভুলব না কিছুই আমরা

শহীদ ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা

শহীদ ক্যাপ্টেন নূরুল হুদা ছিলেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ৩১ ফিল্ড রেজিমেন্টের একজন অফিসার। ১০ মে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ক্যাপ্টেন হুদাকে অফিসার্স মেস থেকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায়। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তিনি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও আওয়ামী লীগ নেতাদের সাথে দেখা করেছেন এবং আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক কাজে জড়িত রয়েছেন। ক্যাপ্টেন নূরুল হুদাকে অমানুষিক নির্যাতনের পর ১৩ জুন নির্মমভাবে হত্যা করে।

শহীদ ক্যাপ্টেন নূরুল হুদার ব্যবহৃত টুপি
দাতা: খন্দকার আনিসুজ্জামান

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের গ্যালারি ৩- এ প্রদর্শিত শহীদ ক্যাপ্টেন নূরুল হুদার টুপি

তাহারেই পড়ে মনে...

জননী সাহসিকা সুফিয়া কামালের ১১০তম জন্মবার্ষিকীতে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শ্রদ্ধাঞ্জলি

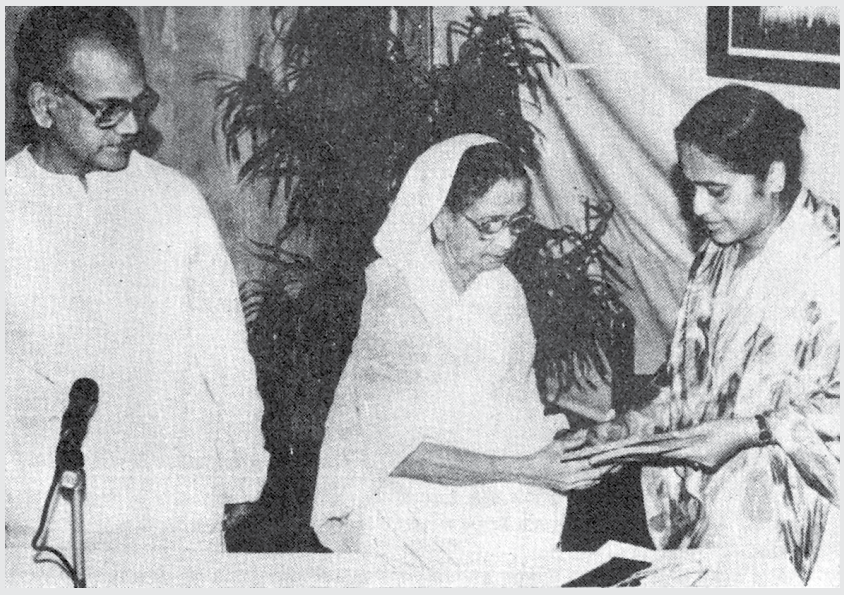

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের জন্য স্মারক গ্রহণ করছেন (১৯৯৫)

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গ্যালারি পরিদর্শন করছেন (১৯৯৬)

প্রামাণ্যচিত্র 'এ ম্যান্ডোলিন ইন এক্সাইল'

আঁরার দেশহান ফুলর বাগান

শৈবাল চৌধূরী

মোহাম্মদ হোসেন নিজেকে একজন শিল্পী বলে পরিচয় দিতে ভালোবাসেন, রোহিঙ্গা জাত্যাভিমান তাঁর মধ্যে প্রকট। তাঁর দেশ মিয়ানমারের আরাকান (রাখাইন রাজ্য)। তাঁর চোখে সবুজে শ্যামলে মায়াভরা সেরা এক দেশ আরাকান। দিনমজুর মোহাম্মদ হোসেন সুখে-শান্তিতে ছিলেন নিজ দেশে। যে দেশে তাঁর পূর্বপুরুষরা বসবাস করে গেছে। কিন্তু আজ সব হারিয়ে তিনি পৈতৃকভূমি ফেলে আসতে বাধ্য হয়েছেন মিয়ানমারের সেনাবাহিনী ও বৈরী প্রতিবেশীর নির্মম অত্যাচারের শিকার হয়ে।

স্বজনদের অনেককে হারিয়ে, প্রাণ বাঁচাতে সঞ্চিত সম্পদের সবটুকু ফেলে এসে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছেন বাংলাদেশের দক্ষিণ জনপদে। কিন্তু তাঁর প্রিয় ম্যান্ডোলিনটি তিনি কখনোই হাতছাড়া করেননি। অনেক কষ্টে, সযত্নে বুকে বেঁধে নিয়ে এসেছেন তাঁর সর্বক্ষণের প্রিয়সঙ্গী বাদ্যযন্ত্রটি। যেটির তারে-তারে তিনি প্রতিনিয়ত সুর তোলেন। যে গান কেবল তাঁর ফেলে আসা প্রিয় মাতৃভূমিকে নিয়ে বাঁধা : 'আঁরার দেশহান ফুলর বাগান'।

ম্যান্ডোলিনটি তাঁর কাছে কেবল একটি বাদ্যযন্ত্রমাত্র নয়। মোহাম্মদ হোসেন, যাঁকে রোহিঙ্গা ক্যাম্পের সকলে শিল্পী আহমদ হোসেন নামে চেনে, তাঁর কাছে বাদ্যযন্ত্রটি ফেলে আসা স্বদেশের অস্তিত্বের স্মারক। প্রায়ই তিনি ক্যাম্পের বিভিন্ন ব্লক থেকে ডাক পান গান শোনানোর জন্যে। গানে তিনি দুঃখের কথা, হাহাকারের কথা আর আশার কথা প্রকাশ করেন। সেই আশা তাঁর নিজ দেশে ফিরে যাবার। বুক চিতিয়ে তাই বলেন :

ইয়ান আঁর দেশ ন
দশ মিনিটও এন্ডে ভালা ন লাগে
যাইতামগই চাই,
হত সোন্দর আঁর দেশ।
এন্ডে রই দে বিচারর লাই
বিচার অইলে যাইয়ম গই।

রোহিঙ্গারা বিচার চায় গণহত্যার। তারা মনে করে বিচার হবে। তারপর তারা ফিরে যেতে পারবেন নিজের দেশে।

মোহাম্মদ হোসেনকে কেন্দ্র করে প্রামাণ্য চলচ্চিত্রটি নির্মিত হলেও এতে পুরো আরাকানই যেন উঠে এসেছে। মোহাম্মদ হোসেন হয়ে উঠেছেন আরাকানের প্রতিভূ। ন্যারেটিভ ফর্মে নির্মিত ছবিটিতে সে দেশের রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর ওপর চালানো অমানবিক অত্যাচার, হত্যাযজ্ঞ, অগ্নিসংযোগ, তাদের বিতাড়ন এবং পার্শ্ববর্তী দেশে আশ্রয় গ্রহণের চিত্র পরিমিত ফুটেজ সংযোজনে মর্মন্তুদভাবে উঠে এসেছে। বাড়তি কোনো ধারাবর্ণনা ছাড়াই মোহাম্মদ হোসেনের জবানিতে পুরো আখ্যান অনেকটা গল্পের মতো দর্শকেরা শুনতে ও দেখতে পান। মোহাম্মদ হোসেন পুরো সময় জুড়ে হাস্য-কৌতুকের ছলে তাঁর এবং তাদের দুঃখ-দুর্দশার কথা অবলীলায় বলে গেছেন। পরিচালক এক্ষেত্রে নেপথ্যে

সঞ্চালনার ভূমিকা পালন করেছেন। মোহাম্মদ হোসেনের স্বতঃস্ফূর্ততা ছবিটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।

এক্ষেত্রে অবশ্যই পরিচালকের মুন্সিয়ানার কথা বলতে হয়। নিশ্চয় একটি পূর্বনির্ধারিত চিত্রনাট্য ছিল, তবে তাৎক্ষণিক চিত্রায়ণ এবং কেন্দ্র-চরিত্রের তাৎক্ষণিক বয়ান নতুন এক চিত্রনাট্যের জন্ম দিয়েছে, যা সুগ্রথিত হয়েছে গতিশীল সম্পাদনার গুণে। যে কাজটি পরিচালক নিজেই করেছেন। একটা বিষয় পুরো ছবি জুড়ে লক্ষণীয়, তরুণ ও যুবপ্রজন্মের মনে হতাশার ছায়া। তাদের ভাবলেশহীন মুখ ও উদাস অনিশ্চিত দৃষ্টির মিড ও ক্লোজ শটের মাধ্যমে পরিচালক মাঝে-মাঝেই তা বুঝিয়ে দিয়েছেন, যা মন্তাজের ভূমিকা পালন করেছে। দুই কিশোর যখন আপনমনে গান ধরে :

'এনভিসি কার্ড লইতাম ন,
বাঙালি অ অইতাম ন,
আঁরার দেশত আঁরা যাইঅম,
এ দেশতঅ থাইকতাম ন'

গানটি যেন পুরো রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মর্মবাণীরূপে ধ্বনিত হয়। রোহিঙ্গা শিশু-যুবা-বৃদ্ধ সকলেই ফিরে যেতে চান নিজের দেশ আরাকানে। যার নামটিও পাল্টে দেয়া হয়েছে সূক্ষ্ম রাজনীতির কূটকৌশলে, বিশেষ একটি জনগোষ্ঠীর নামে 'রাখাইন'।

ডিটেলসের ব্যবহারও চমৎকার। জীবনযাপনের নিত্য নৈমিত্তিক চিত্র, বর্ষাতে কষ্ট, অতি ঘনবসতি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রোহিঙ্গাদের অনীহা, ঈদ ও পূজা ইত্যাদি বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে পুরো ক্যাম্পজীবনের অসহায়তা চিত্রিত হয়েছে ছবিতে।

অক্ষর সুবিধাবঞ্চিত মোহাম্মদ হোসেন শৈশবেই অনাথ। নিজের জ্ঞানবুদ্ধি অভিজ্ঞতায় গান বাঁধেন, সুর দেন, গান গেয়ে চলেন আপন মনে, শোনান অন্যদেরও। এত জীবনহীনতার মধ্যেও তাঁর সুর জীবনের সুর হয়ে ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয় রিফিউজি ক্যাম্পের ব্লক থেকে ব্লকে। তাঁর গান প্রতিটি রোহিঙ্গার জীবনের গান। মোহাম্মদ হোসেন যখন আপন মনে বলেন :

'বেশাবেশি দিল্ জলের,
বেশাবেশি দিল্ কান্দের

প্রতিটি রোহিঙ্গার মর্মবেদনা হয়ে তা ক্যাম্প থেকে ক্যাম্পে ছড়িয়ে পড়ে, ছড়িয়ে পড়ে নাফ নদীর পূর্ব পাড়েও।

হাজার বছর ধরে আরাকান প্রদেশে বসবাসকারী রোহিঙ্গারা আজ এক দিশাহীন, উদ্দেশ্যবিহীন, ভবিষ্যৎহীন জাতিতে পরিণত হয়েছে। স্বভাবতই হতাশাবোধের কারণে তারা নানারকম অনৈতিক কাজেও জড়িয়ে পড়ছে। অপরাধ জগতে ঢুকে পড়ছে। এটা সব ক্যাম্পেই হয়, সব দেশেই হয়। সুস্থ স্বাভাবিক ও কর্মময় জীবন যাপনের সুযোগের অভাবে এটা হয়। এর পরিত্রাণ একটাই- স্বদেশে প্রত্যাবর্তন। কিন্তু এটা ক্রমশই জটিল ও অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। রোহিঙ্গারাও এটা বোঝে। তাই মোহাম্মদ হোসেন বলেন, 'ক্যাম্প জীবন অশান্তির বাগান।' ছবি শেষ হয় তাঁর গানের রেশ ধরে, 'মাঝি পার কর রে'। এই গান আমাদের সকলের গান হয়ে প্রতিধ্বনিত হয়, 'পার কর রে।'

'এ ম্যান্ডোলিন ইন এক্সাইল'-এর প্রযোজক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর। চিত্রনাট্য রচনা, মূল চিত্রগ্রহণ, সম্পাদনা ও পরিচালনায় রফিকুল আনোয়ার রাসেল। তিনি দীর্ঘদিন ধরে চলচ্চিত্র বিষয়ক কর্মকাণ্ডে বিভিন্নভাবে সংযুক্ত। শিক্ষকতাও করেছেন এ বিষয়ে। সহনির্মাতা (কো-ডিরেক্টর) সুজন ভট্টাচার্যও দীর্ঘদিন ধরে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও চর্চার সঙ্গে একনিষ্ঠভাবে যুক্ত। নির্মাণ সহযোগী জুনায়েদ রশিদ, সিপ্ত বড়ুয়া, মোহাম্মদ কায়সার, মো: শওকত হোসেন এঁরা সকলেই স্ব স্ব ক্ষেত্রে দক্ষ। মোহাম্মদ হোসেনের বাজানো ম্যান্ডোলিনের সুরকে ছবির আবহে সুন্দরভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে।

এ ছবি করার মাঝ পর্যায়ে পরিচালক রাসেলের কর্কটরোগ ধরা পড়ে। তারপরেও অদম্য স্পৃহায় তিনি ছবিটি শেষ করেছেন এবং অনলাইনে মুক্তি দিয়েছেন ২০২০ সালে। এখন তিনি অনেকটা সুস্থ। আমরা তাঁর আশু আরোগ্য এবং কর্মময় জীবন কামনা করি।

স্মৃতির মনিকোঠায় মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে পথচলা সেই ২০০৪ থেকে। শুরুটা ছিল বেশ কৌতুহলময়। ১০ অক্টোবর ২০০৪ প্রধান শিক্ষক সকল শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের নোটিশ দিয়ে জানালেন আগামীকাল সকাল দশটায় ঢাকা থেকে জাদুঘরের লোক আসবে মুক্তিযুদ্ধের উপর বায়োস্কোপ দেখাবে। যথারিতি ১১ অক্টোবর সকাল সাড়ে দশটার দিকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর গাড়িটি বিদ্যালয়ে এসে পৌঁছায়। প্রধান শিক্ষকসহ সকল শিক্ষক ও মুক্তিযোদ্ধাদের নিয়ে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর দলের সবাইকে স্বাগত জানানো হয়। পরিচয় পর্ব শেষে সকল শিক্ষার্থীকে মাঠে একত্র করে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সমন্বয়কারী রনজিৎ কুমার কর্মসূচি বিষয়ে আলোকপাত করেন। আলোকপাত শেষে শিক্ষার্থীদের দুটি ভাগে বিভক্ত করে এক দলকে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর পরিদর্শন এবং অপর দলকে বিদ্যালয়ের একটি কক্ষে মুক্তিযুদ্ধের প্রামাণ্যচিত্র দেখানো হয়। প্রদর্শনী শুরুর পূর্বে সকলের কৌতুহল গাড়ির ভিতরে কি আছে। ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর ও প্রামাণ্য প্রদর্শনী দেখে সকলেই উচ্ছাস প্রকাশ করেন। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সমন্বয় সাধনের জন্য প্রধান শিক্ষক আমাকে নেটওয়ার্ক শিক্ষক হিসাবে দায়িত্ব প্রদান করেন। সেই থেকে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে পথচলা। ঠিক মনে করতে পারছি না সম্ভবত ২০০৫-এ ঢাকায় সেগুনবাগিচাস্থ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরে নেটওয়ার্কভুক্ত শিক্ষক সম্মিলনে যোগদান করা। সেই সম্মিলনে শেরপুর জেলা ছাড়াও জামালপুর ও কুড়িগ্রামের কর্মসূচিভুক্ত নেটওয়ার্ক শিক্ষকরা অংশগ্রহণ করেন। সম্মিলনের শুরুতে পরিচয় পর্ব শেষে ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী শিক্ষক সম্মেলনের উদ্দেশ্য এবং প্রকল্প পরিচালক মফিদুল হক কর্মসূচি বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেন। দ্বিতীয় পর্বে তিন জেলার শিক্ষকদের মতবিনিময়ে ট্রাস্টি আলী যাকের, ট্রাস্টি মফিদুল হক, ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী ও মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তার উপস্থিতিতে বক্তব্য প্রদানের সুযোগ করে দেয়ার জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কাছে কৃতজ্ঞ।

২০০৬-এ রঞ্জন কুমার সিংহ ফোন করে অবগত করেন ট্রাস্টি মফিদুল হক রাংটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে যাবেন। গারো পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত আধাপাকা ছেড়া রাংটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ে মফিদুল হক এসেছিলেন। ২০০৭ সালে ঢাকায় ধানমন্ডি মহিলা ক্রীড়া কমপ্লেক্সে রাংটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের মুক্তির উৎসবে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান করা হয়। মুক্তির উৎসব অনুষ্ঠানে রাংটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের অংশগ্রহণের নেপথ্য কারিগর ছিলেন প্রয়াত রনজিৎ কুমার ও রঞ্জন কুমার সিংহ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এয়ার ভাইস মার্শাল এ কে খন্দকার, আলী যাকেরসহ অনেক সুহৃদের উপস্থিতিতে মফস্বল অঞ্চলে অবস্থিত রাংটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মঞ্জুরুল হককে দিয়ে পতাকা উত্তোলন করা হয়। আজও প্রধান শিক্ষক যেখানেই যান মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের কথা এবং মুক্তির উৎসব অনুষ্ঠানে সকল সুহৃদের উপস্থিতিতে পতাকা উত্তোলনের কথা উল্লেখ করেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে

সমবেত উপজাতীয় গান পরিবেশিত হয় এবং আমাদের সকলের যাবতীয় ব্যায়ভার মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর বহন করে। গারো পাহাড়ী এলাকা থেকে এত বড় অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ সত্যিই ভাগ্যের ব্যাপার।

অনুষ্ঠান শেষে ফিরে আসার পূর্বে সৌজন্য সাক্ষাতের সময় ট্রাস্টি মফিদুল হকের কাছে সংস্কৃতি চর্চার জন্য যন্ত্রপাতি নেই বলে জানালে তিনি হারমনিয়াম, বাঁশি ও তবলা উপহার দেন। স্কুলের পক্ষ থেকে ঢাকায় এসে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে ডা. সারওয়ার আলী ও মফিদুল হকের হাত থেকে তা গ্রহণ করি। এটি আমার জীবনের স্মরণীয় ঘটনা। ২০১৪-তে রাংটিয়া উচ্চ বিদ্যালয় ছেড়ে সহকারি প্রধান শিক্ষক হিসেবে নলজোড়া ইন্তাজ আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদান করি। নলজোড়া উচ্চ বিদ্যালয়ে যোগদানের পর মনে মনে ভাবি হয়ত মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের সাথে দীর্ঘ পথচলার ইতি ঘটবে। না, ইতি ঘটেনি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর তার রাংটিয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের নেটওয়ার্ক শিক্ষককেও ভোলেনি। ২০১৭ সালের জানুয়ারি মাসে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত বিভাগীয় নেটওয়ার্ক শিক্ষক সম্মিলনে আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়, এতে আমি অংশগ্রহণ করি।

পুনরায় ২০২১-এ শেরপুর জেলায় আসার পূর্বে রঞ্জন দাদা ফোন করে অবগত করেন, ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর গাড়ি নিয়ে শেরপুর জেলায় ফেব্রুয়ারির শেষ সপ্তাহে আসবেন। নলজোড়া ইন্তাজ আলী উচ্চ বিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ জাদুঘর প্রদর্শনী বাস্তবায়ন করা হয়। এছাড়া আমি আরও তিনটি বিদ্যালয়ে প্রদর্শনীর অনুরোধ জানালে ওই তিনটি বিদ্যালয়ে ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর প্রদর্শন করা হয় এবং শিক্ষার্থীরা জাদুঘর এবং প্রামাণ্যচিত্র দেখে অত্যন্ত খুশি হয়।

সর্বোপরি মুক্তিযুদ্ধের ভ্রাম্যমাণ প্রদর্শনী ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দেখানোর প্রশংসনীয় উদ্দ্যোগ গ্রহণের জন্য মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি বোর্ডের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং এই কর্মকাণ্ড অব্যাহত থাকুক এই কামনা করি। বছরে দুইবার নেটওয়ার্কভুক্ত শিক্ষকদের নিয়ে শিক্ষক সম্মিলনের আয়োজনের মধ্য দিয়ে একে অন্যের অনুভূতিগুলো জানা যায়।

দীর্ঘ ১৪ বছর ধরে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের নেটওয়ার্ক শিক্ষক হিসাবে সম্পৃক্ত থাকতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করি। মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের ট্রাস্টি ডা. সারওয়ার আলী, ট্রাস্টি মফিদুল হক, ট্রাস্টি সারা যাকের ও ট্রাস্টি আসাদুজ্জামান নূর, জাদুঘরের কর্মী রঞ্জন কুমার সিংহ, নূরন্নবী ও খোকনসহ সকলের দীর্ঘ জীবন কামনা করি। পরিশেষে বলব, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস জানানোর এক বাতিঘর।

আবু তালেব মোঃ আকরাম হোসেন
নেটওয়ার্ক শিক্ষক, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর ও
সহকারি প্রধান শিক্ষক
নলজোড়া ইন্তাজ আলী উচ্চ বিদ্যালয়

স্মরণ : বীর মুক্তিযোদ্ধা বজলুল মজিদ চৌধূরী (খসরু)

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পথচলা ২৫ পেরিয়ে ২৬-এ। ২৬-এর তরুণের দীর্ঘ এই চলার পথে নানা সময়ে সঙ্গী হয়ে জাদুঘরের সাথে যুক্ত হয়েছেন অনেক সুহৃদ। জাদুঘরের সঙ্গে যখন কোন সুহৃদের সংযুক্তি যেমন আনন্দের তেমনি কোন সুহৃদের বিদায়ে জাদুঘরের হৃদয় ভারাক্রান্ত হয়। তেমনই সুনামগঞ্জ জেলার জাদুঘরের সুহৃদ ও পরম বন্ধু সাবেক জেলা পিপি বীর মুক্তিযোদ্ধা গবেষক লেখক বজলুল মজিদ চৌধূরী (খসরু)। পরোপকারী পরম বন্ধু সুনামগঞ্জ জেলার অগণিত লোকের খসরু ভাই। বিগত ২৪ ফেব্রুয়ারি ২০২১ জাদুঘরের পরম বন্ধু ও সুহৃদ বীর মুক্তিযোদ্ধা অ্যাডভোকেট বজলুল মজিদ চৌধূরী (খসরু) প্রয়াত হলেন।

২০০৭-এ ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের শিক্ষা কর্মসূচি সুনামগঞ্জ জেলায় বাস্তবায়ন সময়ে খসরু ভাইয়ের সাথে পরিচয়। ২০০৭-এ রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ পদ জেলা পিপির দায়িত্বে থাকার পরও সার্বিকভাবে আমাদের সহযোগিতা করেছেন। সময় পেলে ফোনে আমন্ত্রণ জানাতেন বাসায় যাবার জন্য। বাসায় গেলে মুক্তিযুদ্ধের নানা কথা বলতেন। মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ঢালু চেলা মাইলামের স্মৃতিকে আগলে রাখার জন্য দোয়ারা বাজার উপজেলার সীমান্ত এলাকার লক্ষীপুরে গড়ে তোলেন 'মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন হেলাল-খসরু হাইস্কুল'। ২০১০-এ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর থেকে সুনামগঞ্জের

মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত সীমান্তবর্তী এলাকা ঢালু গণকবর পর্যন্ত তারুণ্যের পদযাত্রায় সহযোগিতা করেছেন। পরোপকারী এই মানুষটির আতিথেয়তার কথা আজও স্মৃতিচারণ করেন সহকর্মী হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মোহাম্মদ কামাল উদ্দিন।

২০১৬-এ পুনারায় সুনামগঞ্জ জেলায় ভ্রাম্যমাণ মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর কর্মসূচি বাস্তবায়নের সময়েও সার্বিক সহযোগিতা করেছেন। মামলার কোন ঝামেলা না থাকলে সন্ধ্যা হলে ফোন করে আমন্ত্রণ জানাতেন বাসায় যাবার জন্য। বাসায় গেলে মুক্তিযুদ্ধের নানা স্মৃতিকথা এবং চেলা-মাইলামের ১৯৭১-এর সেই দিনগুলির কথা শুনাতেন। একদিন নানান কথার মধ্যে বলেন, 'আচ্ছা আমাদের প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন হেলাল-খসরু হাই স্কুলের জন্য একটি মুক্তিযুদ্ধের আলোকচিত্রমালা ও আপনারা বিদ্যালয়ে যে প্রামাণ্যচিত্রটি দেখান তা দেয়া যায় কি-না? কেননা বিদ্যালয়টি প্রত্যন্ত অঞ্চলে অবস্থিত হওয়ায় এবং সেখানে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা না থাকায় অপনাকে বলতে পারছি না যে একদিন ওই বিদ্যালয়ে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করেন'। বললাম, আমরা আপনাদের প্রতিষ্ঠিত মুক্তিযোদ্ধা ক্যাপ্টেন হেলাল-খসরু হাই স্কুলে যাব। কথাটি বলামাত্র খসরু ভাইয়ের সেই হাসিটি আজও স্মৃতির মণিকোঠায় ভেসে ওঠে। প্রয়াত বীর মুক্তিযোদ্ধা ও পরম বন্ধুর প্রতি মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের বিনম্র শ্রদ্ধা।

আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে একাত্তরের এই মাস

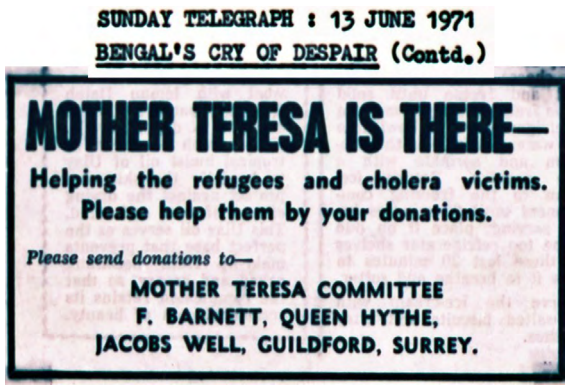
SUNDAY TELEGRAPH : 13 JUNE 1971

BENGAL'S CRY OF DESPAIR (Contd.)

MOTHER TERESA IS THERE—

Helping the refugees and cholera victims.
Please help them by your donations.

Please send donations to—

MOTHER TERESA COMMITTEE
F. BARNETT, QUEEN HYTHE,
JACOBS WELL, GUILDFORD, SURREY.

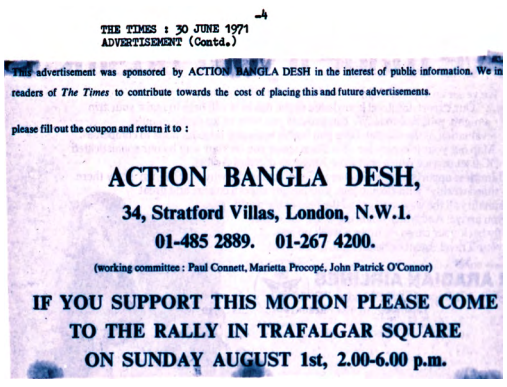
THE TIMES : 30 JUNE 1971
ADVERTISEMENT (Contd.)

This advertisement was sponsored by ACTION BANGLA DESH in the interest of public information. We in readers of *The Times* to contribute towards the cost of placing this and future advertisements.

please fill out the coupon and return it to :

ACTION BANGLA DESH,
34, Stratford Villas, London, N.W.1.
01-485 2889. 01-267 4200.
(working committee : Paul Connett, Marietta Procopé, John Patrick O'Connor)

IF YOU SUPPORT THIS MOTION PLEASE COME TO THE RALLY IN TRAFALGAR SQUARE ON SUNDAY AUGUST 1st, 2.00-6.00 p.m.

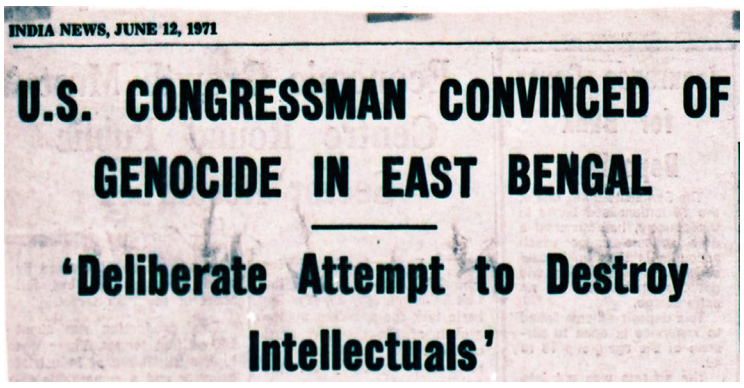
INDIA NEWS, JUNE 12, 1971

U.S. CONGRESSMAN CONVINCED OF GENOCIDE IN EAST BENGAL

'Deliberate Attempt to Destroy Intellectuals'

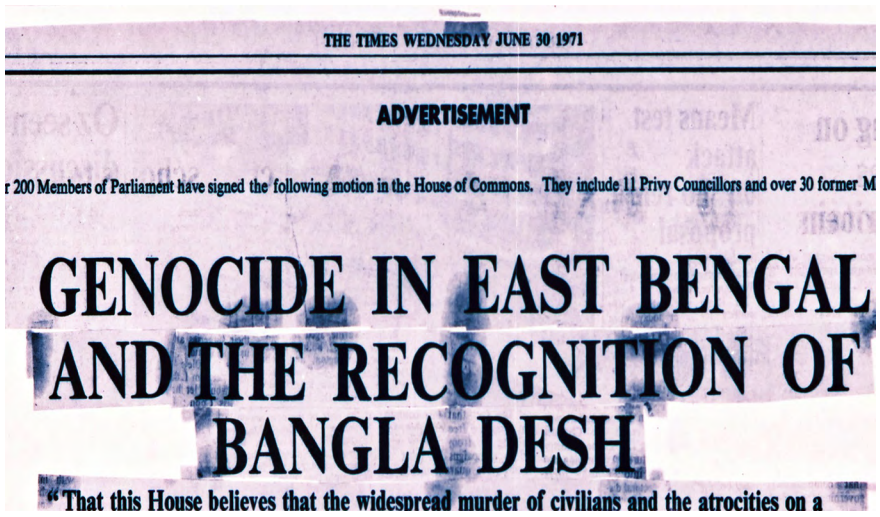
THE TIMES WEDNESDAY JUNE 30 1971

ADVERTISEMENT

r 200 Members of Parliament have signed the following motion in the House of Commons. They include 11 Privy Councillors and over 30 former M

GENOCIDE IN EAST BENGAL AND THE RECOGNITION OF BANGLA DESH

"That this House believes that the widespread murder of civilians and the atrocities on a

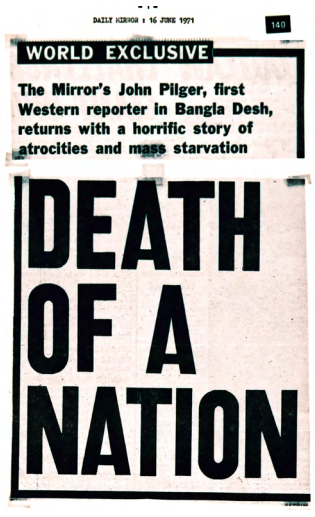
DAILY MIRROR : 16 JUNE 1971 140

WORLD EXCLUSIVE

The Mirror's John Pilger, first Western reporter in Bangla Desh, returns with a horrific story of atrocities and mass starvation

DEATH OF A NATION

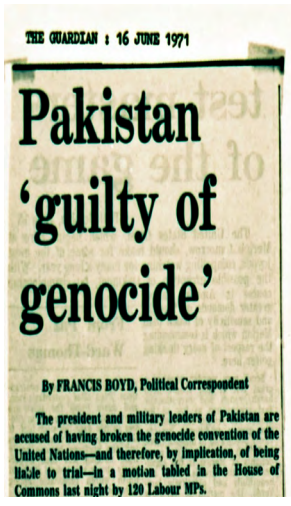
THE GUARDIAN : 16 JUNE 1971

Pakistan 'guilty of genocide'

By FRANCIS BOYD, Political Correspondent

The president and military leaders of Pakistan are accused of having broken the genocide convention of the United Nations—and therefore, by implication, of being liable to trial—in a motion tabled in the House of Commons last night by 120 Labour MPs.

DAILY EXPRESS : 9 JUNE 1971

IAN BRODIE REPORTS

FROM A LAND LURCHING INTO DISASTER

CALCUTTA, MONDAY.

MORNING STAR : 12 JUNE 1971

Plea to West to stop aiding Yahya Khan

WESTERN countries should stop military aid to the Yahya Khan

Monsoons begin

THE GUARDIAN : 5 JUNE 1971

35

Bangla Desh women march for aid

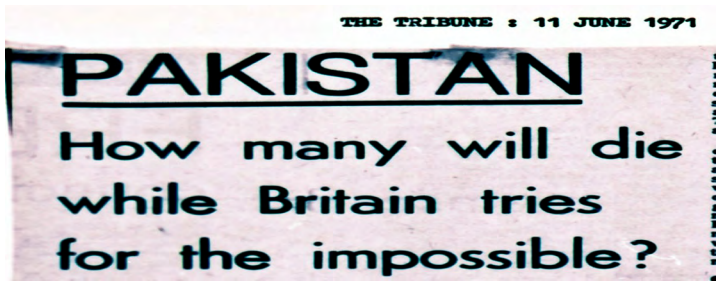
THE TRIBUNE : 11 JUNE 1971

PAKISTAN

How many will die while Britain tries for the impossible?

শান্তির জন্য ২৪ ঘণ্টাব্যাপী বৈশ্বিক সঙ্গীত-উৎসব : রক ফর পিস

১৯ জুন ২০২১

আগামী ১৯ জুন ২০২১ অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে ২৪ ঘণ্টাব্যাপী বৈশ্বিক শান্তির জন্য সঙ্গীত আয়োজন। এর উদ্যোক্তা Never Again Association নামে পোল্যান্ড ভিত্তিক একটি সংগঠন। সাম্প্রতিককালে বিশ্বজুড়ে ঘটে যাওয়া নানা ঘটনা যেমন আমাজন ও অস্ট্রেলিয়ার দাবানল, করোনা মহামারি, বৈশ্বিক অর্থনৈতিক মন্দা, বর্ণবাদী নিষ্ঠুরতার ঘটনা একদল মানুষের মনে এই উপলব্ধি এনে দিয়েছিল যে, পৃথিবীর প্রতিটি মানুষের জীবন পরস্পরের সাথে নিবিড়ভাবে একসূত্রে গাঁথা। ফলশ্রুতিতে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে শান্তিকর্মীরা নিজেদের করণীয় খুঁজে ফিরছেন। শান্তির ভিতের উপর প্রতিষ্ঠিত বিশ্বটি কেমন হবে, এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেতে তারা আয়োজন করেছেন

২০২১ এর ১৯ জুন বৈশ্বিক শান্তির জন্য রক সংগীত সম্মেলন।
এই ২৪ ঘণ্টাব্যাপী 'রক ফর পিস' কর্মযজ্ঞের মূল প্রতিপাদ্য হচ্ছে বর্ণবাদের বিপরীতে সংগীত। এই আয়োজনে মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের উদ্যোগে যোগ দিচ্ছেন খ্যাতমান ব্যান্ড তারকা মাকসুদুল হক এবং তরুণ প্রজন্মের ব্যান্ড শিল্পী সভ্যতা। মাকসুদুল হক মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের দীর্ঘদিনের পথ চলার সাথী। সভ্যতা করোনাকালে জাদুঘরের সঙ্গীত-আয়োজনে নিয়মিত অংশ নিচ্ছেন।
আশা করা যায় 'রক ফর পিস' আয়োজন তারুণ্যের সুরমূর্চ্ছনায় উজ্জীবীত হবে। অংশ নেবেন প্রায় দেড় হাজার নবীন রক গায়ক, চারশত আলোচক, ব্রেক আউট কক্ষ থাকবে ১৪০টি, ৪০টি প্যানেল আলোচনা অনুষ্ঠিত হবে। প্যানেল আলোচকদের মধ্যে থাকবেন মাকসুদ এবং সঙ্গীতদলের মধ্যে থাকবেন সভ্যতা। কর্মসূচি সম্পর্কে জানতে এবং অনুষ্ঠান দেখতে এই লিংকে প্রবেশ করুন
Global Peace Conference

মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘরের পক্ষে **সারা যাকের**, ট্রাস্টি ও সদস্য সচিব, এফ-১১/এ-বি, সিভিক সেন্টর, আগারগাঁও, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭ থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. রেজিনা বেগম
গ্রাফিক্স ডিজাইন : এম আর ইসলাম। ফোন : ৮৮ ০২ ৯১৪২৭৮১-৩, ই-মেইল : mukti.jadughar@gmail.com
Web : www.liberationwarmuseumbd.org, Facebook : facebook.com/liberationwarmuseum.official